

**ছক-৪ : ২০১৬ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা
নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহের সারসংক্ষেপ**

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
০১।	কুইক রেস্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৪	৩০০
০২।	আইপিপি	১১	১৬৫৬
০৩।	সরকারি	১০	১৪১৯
	মোট	২৫	৩০৭৫

**ছক-৫ : ২০১৬ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা
ক্রয় প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহের সারসংক্ষেপ**

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
০১।	বেসরকারি	২৩	৩০৭২
০২।	সরকারি	১০	২৭৮৫
	মোট	৩৩	৫৮৫৭

প্রকল্প অর্থায়ন

সরকারি ও বেসরকারি খাতে পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহে আগামী ২০১৬ সাল নাগাদ প্রায় ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন নিশ্চিত করা একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। সরকার প্রথমবারের মত এ খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছে। ৮২০ মেঃওঃ পিকিং প্রকল্পে সরকার ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর বেশী অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে অন্যান্য প্রকল্পসমূহের জন্য আরো ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর স্থানীয় মুদ্রার যোগান দেয়া নিশ্চিত করেছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহও এখন বড় ধরনের বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে। উৎপাদন প্রকল্পে বিনিয়োগের একটি বড় অংশ বেসরকারি খাত থেকে আশা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে রেন্টাল ও কুইক রেস্টাল প্রকল্পসমূহে প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি খাত থেকে আরো প্রায় ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আশা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিরাজমান গ্যাস সংকট এর প্রেক্ষাপটে সরকার ২০০৯ সালেই দীর্ঘমেয়াদী (২০৩০ সাল পর্যন্ত) পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্র্যান্স ২০১০ স্ট্রাডি সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় জিডিপি'র উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা সাপেক্ষে বিদ্যুৎ এর চাহিদা মেটাতে আগামী ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালে ৩৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রয়োজন হবে।

২০৩০ সাল নাগাদ জ্বালানির ধরণ অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হবে নিম্নরূপঃ

- নিজস্ব ও আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন - ১৯,৬৫০ মেগাওয়াট
- নিউক্লিয়ারভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন - ৪,০০০ মেগাওয়াট
- গ্যাস ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন - ৮,৮৫০ মেগাওয়াট
- আঞ্চলিক গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ আমদানি - ৩,৫০০ মেগাওয়াট
- তরল জ্বালানি, হাইড্রো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন - ২,৭০০ মেগাওয়াট



উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানি/ ভবিষ্যতে রপ্তানীর লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আঞ্চলিক গ্রিড ইন্টারকানেকশন এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। SAARC ও BIMSTEC এর আওতায় সদস্য দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আগস্ট ২০১১ এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত BIMSTEC এর ট্রান্সপাওয়ার এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভায় আঞ্চলিক গ্রিড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে CO2 নিঃসরণ কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাংলাদেশ সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিকল্পিত উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে। ২০০৮ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা (Policy) গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। পলিসিতে প্রচলিত জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ন্যায় বেশকিছু আর্থিক উদ্দীপক (Fiscal Incentive) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ যাবৎ সোলার প্যানেল, সোলার প্যানেল প্রস্তুতকারী যন্ত্রপাতি, সোলার এলইডি বাস্ব, বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক, ইডকলের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। নীতিমালাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে সিডা (SEDA) নামক বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে যা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলছে।

সরকারের নিজস্ব প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত ৭০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া আরো ৩৫ মেঃওঃ সোলারভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে। বাংলাদেশের সোলার হোম সিস্টেম উন্নয়ন বিশেষ দ্রুত ক্রমবর্ধমান সোলার বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর অন্যতম। এ পর্যন্ত এক



মিলিয়নের অধিক SHS স্থাপিত হয়েছে। ২০১৪ সাল নাগাদ ২.৫ মিলিয়ন SHS স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। সম্প্রতি সরকার “৫০০ মেঃওঃ সোলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিশন” এর বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে। এর আওতায় ২০১৫ সাল নাগাদ ৩৪০ মেঃওঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এবং ১৬০ মেঃওঃ সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রসূত প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

সরকারি বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য চট্টগ্রামে ৫০-২০০ মেঃওঃ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে বায়োগ্যাস ও বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাইলট প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আঞ্চলিক সহায়তায় তথ্য বিনিময়, সক্ষমতা তৈরী (Capacity Building) ও ব্যয়ের সমতা (Cost Optimization) বিধানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সাহায্য করতে পারে।

বিদ্যুৎ সশ্রয়ী কার্যক্রম

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি একটি ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। বিদ্যুৎ সশ্রয় ও সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লোড ম্যানেজমেন্টের আওতায় নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী বাস্তবায়িত হচ্ছেঃ

- শিল্প প্রতিষ্ঠানে হলিডে স্ট্যাগারিং কার্যক্রম করা ও অব্যাহত রাখা
- রাত ৮ টার পর শপিং মল ও মার্কেট বন্ধ রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
- সকল সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সশ্রয়ী বাস্ব স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিনামূল্যে গ্রাহকদেরকে প্রায় ১.০৫ কোটি ইফিসিয়েন্ট বৈদ্যুতিক বাতি (সিএফএল) প্রদান করা হয়েছে এবং আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে আরো ১.৭৫ কোটি বাস্ব স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত অফিসে এয়ারকন্ডিশনারের তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াসের নিচে না রাখা এবং পিক আওয়ারে এয়ারকন্ডিশন ব্যবহার না করতে গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রি-পেইড মিটার

দেশে বর্তমানে ৫৬,০০০ প্রি-পেইড মিটার গ্রাহক রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৫,০০০ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের জন্য পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যা ২০১২ সালের মধ্যে স্থাপনের লক্ষ্যে টার্নকি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া আগামী দুই বছরের মধ্যে আরো ২২ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হবে। ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যাবেঃ

- ২০০-৩০০ মেঃওঃ চাহিদা কমবে
- সিস্টেম লস হ্রাস পাবে
- বিদ্যুৎ বিল বকেয়া কম হবে
- লোড নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লোড ম্যানেজমেন্ট সহজতর হবে

সঞ্চালন ও বিতরণ

বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- জুন, ২০১১ পর্যন্ত নির্মিত মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৬১৭ সার্কিট কিলোমিটার এবং গ্রিড উপকেন্দ্রসমূহের ক্ষমতা প্রায় ১৭৭১৭ এমভিএ তে বৃদ্ধি পেয়েছে
- সিলেট, চট্টগ্রাম ও খুলনায় স্থাপিতব্য বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ ইভ্যাকুয়েশনের জন্য ৪০০ কেভিএ এর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কার্যক্রম
- সারাদেশে গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া ও নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম
- চলমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ৬০,০০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের উদ্যোগ

মানব সম্পদ উন্নয়ন

গৃহীত বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন ও পরিচালনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুণগত, মানসম্পন্ন ও গ্রাহকের ক্রয়সীমার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বর্তমানে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বছরে ৫০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে তা ১০০ ঘন্টায় উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী অন্যথায় সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ট্যারিফ

গ্যাস সংকট বিবেচনায় কয়লা ও জ্বালানি তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ এর উৎপাদন মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিদ্যুতের সরবরাহ মূল্য আরো বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে বিদ্যুতের বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং এ মূল্য বৃদ্ধি ধাপে ধাপে করা যুক্তিসংগত যাতে গ্রাহকদের কাছে সহনীয় হয়। তবে দরিদ্র গ্রাহকদের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনায় লাইফ লাইন ট্যারিফ (অনুর্ধ ১০০ ইউনিট

ব্যবহারকারী আবাসিক গ্রাহকদের জন্য) অব্যাহত রাখা যুক্তিযুক্ত। পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ এর ট্যারিফ সরবরাহ মূল্যের সাথে সমন্বয় করা এবং জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা হলে একই সাথে বিদ্যুৎ এর মূল্য সমন্বয় করা বিদ্যুৎ খাতের ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরী। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিদ্যুতের গড় উৎপাদন ব্যয় প্রায় ৫.৫০ টাকা এবং গড় বাস্ব বিক্রয় মূল্য ৩.২৭ টাকা। এ তারতম্যের জন্য বর্তমান অর্ধবছরে সরকার কর্তৃক প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদানের প্রয়োজন হবে।

পরিশেষে

বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ও পুঁজিঘন এ সকল প্রকল্পে বিনিয়োগ ও সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়গুলো অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের অবশ্যই সফল হতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমন্বিত প্রচেষ্টা।

**গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র
প্রকল্প পরিচিতি**

❖ প্রকল্পের নাম	ঃ গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র
❖ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
❖ অর্থায়ন	ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক
❖ বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
❖ টার্নকী ঠিকাদার	ঃ এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড (ইপিজেএল) এবং এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (ইইএল)
❖ চুক্তি স্বাক্ষর	ঃ ২৬ এপ্রিল ২০১০, ১৩ বৈশাখ ১৪১৭
❖ চুক্তি কার্যকর	ঃ ০৬ জুন ২০১০, ২৪ জৈষ্ঠ ১৪১৭
❖ বাস্তবায়ন সময়	ঃ ৪৫০ দিন
❖ উৎপাদন শুরুর নির্ধারিত তারিখ	ঃ ২৯ আগস্ট ২০১১, ১৪ ভাদ্র ১৪১৮
❖ পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু	ঃ ১৬ আগস্ট ২০১১, ১ ভাদ্র ১৪১৮
❖ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু	ঃ ১৬ নভেম্বর ২০১১, ২ অগ্রহায়ণ ১৪১৮
❖ টার্নকী চুক্তি মূল্য	ঃ ৬৯৩ কোটি টাকা ইউএসডি = ১৩.৩৭ মিলিয়ন ইউরো = ৪৮.৬৩ মিলিয়ন টাকা = ৯০.৬৭ কোটি
❖ মোট প্রকল্প ব্যয়	ঃ ৭৭৪ কোটি টাকা
❖ উৎপাদন ক্ষমতা (নীট)	ঃ ১০৮.৯৫ মেগাওয়াট
❖ জ্বালানি	ঃ ফার্নেস অয়েল (এইচএফও)



নবনির্মিত গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিঃ



বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে এনার্জিপ্যাক সব সময়ই একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড (ইপিজেএল) বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং চাহিদা মিটিয়ে ক্রমাগতভাবে কার্যকর অবদান রেখে আসছে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি সাম্প্রতিক কালে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইপিজেএল এর রয়েছে ২৫০০ এর বেশি গ্রাহক। ডিজেল, ফার্নেস অয়েল ও গ্যাস জেনারেটর, যন্ত্রাংশ, সার্ভিস এবং সাবস্টেশন সরবরাহের মাধ্যমে যে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে এনার্জিপ্যাক সেবা প্রদান করে আসছে তার মধ্যে পিডিবি, পিজিসিবি, ডেসা, পেট্রোবাংলা, ডেসকো, বাপেক্স, জিটিসিএল, বিজিএফসিএল অন্যতম।

এনার্জিপ্যাকই প্রথম বাংলাদেশী কোম্পানী যেটি আন্তর্জাতিক দরপত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যুৎ প্রকল্পের ইপিসি কন্ট্রাক্ট অর্জন করে।

এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেডের কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানঃ

বর্ণনা	অবদান
Diesel Fuel Based Stand by Power Plants	500 MW
Natural Gas Fuel Based Base Load Power Plants	310 MW
HFO Fuel Based Power Plants	335 MW
O&M (Home & Abroad)	98%+availability

সব মিলিয়ে এনার্জিপ্যাকের লোকবল তিন হাজারেরও বেশী, যার মধ্যে প্রায় সত্তর শতাংশের রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক কারিগরী শিক্ষা। এনার্জিপ্যাক, এর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রতি বছর ইউরোপে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

ইপিজেএল একটি ISO ৯০০১:২০০৮ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরাম কর্তৃক ইপিজেএল-কে পাওয়ার সেক্টরের সুপার ব্রান্ড ঘোষণা করা হয় যা এ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। সারা দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে সাতটি পূর্ণাঙ্গ শাখা অফিস এবং ২৫টি সার্ভিস পয়েন্ট।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের লক্ষ্যে এনার্জিপ্যাক বন্ধ পরিকর।

